ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

বিকাশ চক্রবর্তী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

সংকলিত প্রবন্ধগুলির প্রথমটি রচিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে এবং শেষটি ২০০৮-এ। মধ্যবর্তী তিন দশকে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমার ভাবনার কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটেনি। কয়েকটি নিবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছি তাত্ত্বিক স্তরে; অন্য কয়েকটি নিবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছি তথ্যের সূত্রে। কোনো সন্ধানই অবশ্য শেষ হয়নি।

১৯৭৭ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে রচিত এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ', 'জিজ্ঞাসা', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'কালপ্রতিমা' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধার করে লেখাগুলি সংকলিত করার পরিকল্পনা আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারই আগ্রহ ও পরিশ্রমে এই বই প্রকাশিত হল। প্রবন্ধগুলির প্রথম লিখিত শব্দ থেকে শেষ মুদ্রিত বাক্য পাঠ করেছেন শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী। তাঁর সহিষ্ণুতা তুলনাহীন। তাঁকেই বইটি উৎসর্গ করলাম।

বাংলা পুস্তক-প্রকাশনার দুর্দিনেও 'পুনশ্চ' প্রবন্ধের বই মুদ্রণে অনিচ্ছুক হননি, সেজন্য এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দ্বারোন্দা,
শ্রীনিকেতন
১ জানুয়ারি,২০১০

বিকাশ চক্রবর্তী

সূচিপত্র

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও ট্র্যাজিক চেতনা	১১
বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ	২২
'কালেক্টেড পোয়েমস' : রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা	৪০
রোম্যান্টিক এপিফ্যানি ও রবীন্দ্রনাথ	৬৫
ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ : ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রস্তুতি	৯১
রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট	১২১
টমসন ও রবীন্দ্রনাথ	১৩৩
ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার	১৬৭
মুসোলিনিকে রবীন্দ্রনাথ : ২১ নভেম্বর ১৯৩০	২০৩

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও ট্র্যাজিক চেতনা

তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "পথের শেষ কোথায়"-এর মুখবন্ধে আইয়ুব লিখেছেন, "... কয়েজন সুধী পাঠক-পাঠিকাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটক একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে, এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করতে আমি সহায়তা করেছি। হয়তো আমার চোখ দিয়েও।" অত্যন্ত সঙ্গত এই উক্তি, বরং একটু বেশি বিনীত ও নির্বিশেষ। আসলে অনেক কারণে আইয়ুব রবীন্দ্র সমালোচনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু যে কারণটির কথা আমি ভাবছি সেটি এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নৈশতা, যন্ত্রণা, সংশয় ও অমঙ্গলবোধের কথা প্রথম বললেন তিনি। এ কাজটি বুদ্ধদেব বসুও করেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অবশ্য "গীতাঞ্জলি" পর্ব পর্যন্ত। অথবা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের ঐশ্বর্যের দিকে তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তাও নয়। এই পথেও তাঁর একজন পূর্বসূরির নাম আইয়ুব নিজেই স্মরণ করেছেন। কিন্তু যে কাজটি আইয়ুবের আগে কোনো রবীন্দ্র সমালোচক করেননি বললেই চলে, সেটি এই যে, তিনিই প্রথম রবীন্দ্র সমালোচনায় একটি পূর্ণাবয়ব সাহিত্যতত্ত্ব (theory of literature) ও একটি সুচিন্তিত methodology উপহার দিলেন। মোহিতলাল মজুমদার আক্ষেপ করেছিলেন, "এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্রকাব্যের একটি সুসঙ্গত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না; এ পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহাতে কোনো সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই;

তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস—সমালোচনা নয়, সুখালোচনা মাত্র।" এই লক্ষণীয় অভাব আইয়ুব পূরণ করেছেন, সন্দেহ নেই। মোহিতলাল যাকে 'সাহিত্যিক আদর্শ' বলেছেন, তারই অপর নাম সাহিত্যতত্ত্ব। আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্ব কতখানি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রাপ্ত অথবা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে আইয়ুবের অভিমত কতখানি তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফল— সমস্যাটি জটিল এবং তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এ প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, আইয়ুবের রবীন্দ্রচিন্তা, শুধু সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবেই, পূর্ণ মনোযোগ ও আলোচনার যোগ্য।

অবশ্য আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্বের কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গ নয়। আমার প্রধান আগ্রহ 'ট্র্যাজিক' সম্পর্কে আইয়ুবের বক্তব্যে। কারণ দ্বিবিধ। প্রথম, আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্বে 'ট্র্যাজিক' একটি মৌল প্রত্যয়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতার আলোচনায় এবং সাধারণভাবে, আধুনিক সাহিত্যের একটি বিরাট অংশের আলোচনায় বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আইয়ুব নিজে "ট্র্যাজিক চেতনা" কথাটি বহুবার ব্যবহার করেছেন, বিশেষত 'পান্থজনের সখা'য়। কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণ। 'চেতনা' শব্দের দ্বারা আইয়ুব কি এই বোঝাতে চাইছেন যে, 'ট্র্যাজিক' ব্যাপারটি কোনো বিন্যস্ত জীবনদর্শন নয়, আসলে কোনো যুক্তিনির্ভর দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে একে ফেলা যাবে না? এই অর্থে ট্র্যাজিক প্রাকতাত্ত্বিক (pre-theoritical) অথবা উত্তর-তাত্ত্বিক (post-theoritical) এবং এই অভিজ্ঞতাকে জীবনদর্শন না বলে জীবনবোধ (sense of life) বা জীবনচেতনা বলাই বেশি সঙ্গত। কিন্তু 'ট্র্যাজিক' বলতে আমরা কী বুঝি? শব্দটি কি ট্র্যাজেডির বিশেষণ, নাকি ট্র্যাজেডি থেকে স্বতন্ত্র কোনো ধারণা? আধুনিক ইংরেজি সমালোচনায় শব্দটি আপন স্বাতন্ত্র্যে গৃহীত হয়েছে; কিন্তু এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে বলে জানি না। অতএব শব্দটির সঠিক ব্যঞ্জনা একটু অনিশ্চিত। অথচ ট্র্যাজেডি কথাটির চারধারে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। যে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ট্র্যাজেডির প্রথম সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন তিনি আজও ট্র্যাজেডির যে কোনো আলোচনায় প্রধান পথপ্রদর্শক। লক্ষণীয়, আইয়ুবের রচনায় ট্র্যাজেডি শব্দটি বিরল এবং অ্যারিস্টটল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ট্র্যাজিক চেতনার উদাহরণ হিসেবে যে অল্প কয়েকটি শিল্প কর্মের উল্লেখ বা আলোচনা তিনি করেন, তাদের মধ্যে গ্রিক ট্র্যাজেডির স্থান নেই। শেকসপিয়ার ইতস্ততভাবে উদ্ধৃত। যে বিদেশি কবি আইয়ুবের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি জায়গা পেয়েছেন তিনি ইয়েটস। এবং রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর প্রথম ও শেষ অবলম্বন। মনে হয় আইয়ুব বলতে চাইছেন যে, ট্র্যাজেডি তাঁর আলোচ্য নয়, তাঁর আলোচনার বিষয় ট্র্যাজিক চেতনা।

অনুরূপ একটি পার্থক্যের কথা বলেছেন জনৈক আধুনিক সমালোচক :

The most obvious difference I would mark between the two is also a crucial one : 'tragedy' refers to an object's literary form, 'the tragic vision' to a subject's psychology. his view and version of reality... Perhaps it was not for the Greek theoretical consciousness-- even in as late a representative as Aristotle-- to be self-consciosly aware of the disturbing implications of the tragic mentality as it was of the formal requirements which transcended, or rather absorbed, this mentality and restored order to the universe threatened by it.

পার্থক্যটি আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি বলতে প্রধানত সাহিত্যের একটি বিশেষ শিল্পরূপ (ফর্ম)-এর কথা বুঝতেন। আদি, মধ্য ও অন্তের একটি নিয়মিত বিন্যাসের মধ্যে এই শিল্পরূপের স্থিতি ও বিস্তৃতি। নায়কের ট্র্যাজিক চেতনাও এই নান্দনিক বিন্যাসের মধ্যে সংবৃত, শৃঙ্খলিত এবং শেষ পর্যন্ত সান্ত। এইভাবেই প্রাচীনেরা কাহিনির মর্মান্তিক পরিণতি সত্ত্বেও, জগৎ ও জীবনের সুস্থতা রক্ষা করেছিলেন। বিশ্ববিধানের প্রতি তাঁদের গভীর আস্থা ট্র্যাজেডির নান্দনিক বিন্যাসের দ্বারা সমর্থিত ও সুরক্ষিত। শেকসপিয়ার সম্বন্ধেও মোটামুটি এই কথা বলা চলে। কিন্তু বিশ্ববিধানের এই সুশৃঙ্খল কাঠামোটি পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ল। কেন ভেঙে পড়ল, সে আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে। আমরা যা লক্ষ করি তা এই যে আধুনিক সাহিত্যে অ্যারিস্টটলের অর্থে ট্র্যাজেডি ও তার নান্দনিক বিন্যাস আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে আধুনিকদের সাহিত্যকর্মে (সকলের নিশ্চয়ই নয়) বিশ্ববিধানের প্রতি একটা গভীর সংশয় অথবা অবিশ্বাস ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী মঙ্গল বিধানের আশ্রয় হারিয়ে দস্তয়েভস্কি ও কাফকার রচনায় ট্র্যাজিক চেতনা করাল মূর্তিতে প্রকাশিত। এই দুই ঔপন্যাসিকের সঙ্গে মেলভিল, কনরাড ও কামুর নাম অনায়াসে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য দস্তয়েভস্কি ও কাফকাকে— বিশেষত কাফকাকে— আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনার প্রধান প্রতিভূ বলে ধরে নিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতায় এই ট্র্যাজিক চেতনার প্রকাশ খুঁজেছেন আইয়ুব। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে এই চেতনার স্বরূপ কী তা বোঝার আগে আরও দু-একটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার। ট্র্যাজিক শব্দটিকে যদি একটি সাহিত্যিক

পরিভাষা (term) বলে ধরে নিই, তবে সাহিত্যকর্মের প্রসঙ্গেই শব্দটির অর্থ আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু আইয়ুবের ব্যবহারে শব্দটি একাধিক ব্যঞ্জনা পায়। "রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম" যে অর্থে ট্র্যাজিক, নিঃসহায় বিধবার একমাত্র তরুণ পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা কি সেই অর্থে ট্র্যাজিক? ট্র্যাজিক বলতে পারি, যদি উক্ত ঘটনাটি কোনো শিল্পীর মননে জারিত হয়ে শিল্পিত হয়ে ওঠে। তা না হলে ঘটনাটি শোকাবহ এবং মর্মন্তুদ, সন্দেহ নেই; কিন্তু ট্র্যাজিক অভিধাযুক্ত বোধ হয় হতে পারে না। অনেক সময়ে মনে হয়, ট্র্যাজিকের আলোচনা প্রসঙ্গে আইয়ুব মাঝে মাঝেই তাঁর আলোচ্য শিল্পকর্ম থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। কখনও বা ট্র্যাজিক চেতনা থেকে উদ্‌গত মৌল প্রশ্নটি তিনি নাটক বা কবিতার শরীর থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেন বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনার জন্য। এরই সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর একটি সমস্যা। ট্র্যাজিক চেতনা ছাড়া আইয়ুব আরো দুটি কথা ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে— ট্র্যাজিক উপলব্ধি ও ট্র্যাজিক আনন্দ। কথা তিনটি কি সমার্থক? নাকি, আইয়ুব যাদের ট্র্যাজিক উপলব্ধি ও ট্র্যাজিক আনন্দ বলছেন, সেগুলি ট্র্যাজিক চেতনার পরবর্তী কোনো অভিজ্ঞতার স্তর? যদি দ্বিতীয় অর্থটি আইয়ুবের অভিপ্রেত হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে, ট্র্যাজিক চেতনা কি কোনো ক্রমোচ্চ সোপানের একটি পদক্ষেপ মাত্র?

'রাজা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আইয়ুব লিখেছিলেন : "সুরঙ্গমার প্রতি রাজা নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তাকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথ থেকে ফেরাবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরদা তো নষ্ট হতে যাচ্ছিলেন না; একে একে তাঁর পাঁচটি ছেলে কেড়ে নেওয়া তবে কেন?... কীসের জন্য? তার কোনো উত্তর নেই। কী হেতু হয়তো বলা যায়; কী উদ্দেশ্যে, বলা যায় না।" যেভাবে প্রশ্নটি আইয়ুব তুলছেন তাতে ট্র্যাজিক চেতনার তাৎপর্য হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বস্তুত যে সব প্রান্তিক অভিজ্ঞতার (boundary situations) পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে সেখানে কোনো হেতু-নির্ভর ব্যাখ্যা তো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আসলে আমরা যা জানতে চাই তা হল— জগৎ ও জীবনের অর্থ কী? প্রশ্নটি সাধারণভাবে উঠতে পারে, যেমন অস্তিত্ববাদী দর্শনে। আবার বিশেষ কোনো প্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেও উঠতে পারে, যেমন সাহিত্যে। অবশ্য প্রশ্নটির অভিঘাত সেখানেও সামান্য (general) ও সর্বব্যাপী। কিন্তু cosmic justice-এ আস্থাবান মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগে না, জাগলেও তা চূড়ান্ত নয়; কারণ প্রশ্নটির উত্তর, ব্যক্তিবিশেষের মানসিক অস্থৈর্যের দরুন সাময়িকভাবে কষ্টলভ্য হলেও, একেবারে অলভ্য নয়।

মৃত্যু যেখানে জীবনের পরিণতিরূপে আসে সেখানে এই প্রশ্নের অবকাশ নেই; কিন্তু মৃত্যু যেখানে বিনাশ, সেখানে এই প্রশ্ন বারংবার উঠবে। লক্ষণীয়, যে প্রশ্নটি আইয়ুব তুলছেন সেটি আইয়ুবেরই অথবা, আমাদের, কিন্তু ঠাকুরদার নয়। আসলে 'রাজা' নাটকটির কোথাও ঠাকুরদা এই অর্থে কোনো প্রশ্ন করেন না, কারণ প্রশ্নটি তাঁর কাছে বোধগম্য নয়। ঠাকুরদা অভিজ্ঞতার যে স্তরে পৌঁছেছেন সেটি কি ট্র্যাজিক উত্তীর্ণ কোনো উপলব্ধি, নাকি ট্র্যাজিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পর্ক রহিত, অন্য আর একটি জীবনবোধ (sense of life)? প্রাচীন হিব্রু কাহিনিতে বিপুল দুঃখের শেষে জোব যে উপলব্ধিতে পৌঁছোলেন তা এই যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে কোনো সংশয় প্রকাশ বা প্রশ্ন তোলার অধিকার মানুষের নেই। পরম বিশ্বাসী তার জাগতিক দুঃখের কোনো ব্যাখ্যা খোঁজে না, ব্যাখ্যার প্রয়োজনটাই তার কাছে অর্থহীন।

বলা বাহুল্য, জোবের উপলব্ধি কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উপলব্ধি যুক্তির অতীত। অর্থাৎ, প্রশ্ন থেকে সমাধান— জোবের এই যাত্রাপথটি যুক্তিচিহ্নিত নয়। দস্তয়েভস্কি ও কাফকার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণ অন্য রকমের। প্রশ্নটাই সেখানে চূড়ান্ত, সমাধানের পথ অত্যন্ত অনিশ্চিত। অথবা বলা যায়, কোনো পরম বিশ্বাসের অভাবে আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনায় প্রশ্নের সমাধান নেই। জগৎ ও জীবনের কোনো সার্বিক ব্যাখ্যা নেই। এই ব্যাখ্যাটাই খুঁজছে দিমিত্রি স্বপ্নের মধ্যে, *The Brothers Karamazov* উপন্যাসে একটি ক্রন্দনরত শিশুকে কেন্দ্র করে তার মনে প্রশ্ন জাগে, শিশুটি কাঁদছে কেন এবং কোনো উত্তরই তার প্রশ্নকে শান্ত করতে পারছে না। শিশুটির অসহায় অবস্থা, তার পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনি— এই জাতীয় কোনো হেতুনির্ভর ব্যাখ্যাই দিমিত্রির কাছে যথেষ্ট নয়। "And he felt that, though his questions were unreasonable and senseless, yet he wanted to ask just that; and he had to ask it just in that way."

কাফকার জগতেও কোথাও কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোথাও কোনো সান্ত্বনা নেই। *The Trial* উপন্যাসের নায়ক একদিন (যে কোনো একদিন) সকালে জানতে পারল সে অভিযুক্ত; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তা সে কোনোদিন জানতে পারল না। বিচারকের সন্ধান করে করে শেষ হল তার জীবন। মৃত্যু এল জীবনের পূর্ণতারূপে নয়, ছেদরূপে। বুদ্ধদেব বসু কোথাও বলেছিলেন যে কাফকার নায়ক অপেক্ষাব্রতী। কিন্তু কিসের জন্য তার প্রতীক্ষা? *The Castle* উপন্যাসেও তো শেষ পর্যন্ত অপরিসীম ব্যর্থতা। যে ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে